Bangladesh Journal of Political Economy

© 2011 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 27, No. 1 & 2, 2011, pp. 193-208
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর CSR কার্যক্রম - এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে হতে পারে অনুকরণীয় মডেল

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন [১]

সার-সংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে CSR কার্যক্রমে দরিদ্র পরিবারকে সরাসরি আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের CSR কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মূল্যায়ন, CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের রূপরেখা, দরিদ্র পরিবার নির্বাচনের মানদন্ড এবং CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাভোগী দরিদ্র পরিবারের শর্তারোপের উপর বিশ্লেষণ করার উদ্যেগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে, দারিদ্র্য বিমোচন আজ দেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিষয়টি মাথায় রেখে CSR কার্যক্রমকে দরিদ্রমুখী করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি গ্রহণযোগ্য CSR নীতিমালা প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে CSR কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, অর্থবহ ও বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নে একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

পটভূমি

CSR এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হচ্ছে Corporate Social Responsibility যার অর্থ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা। আমাদের দেশে এই কার্যক্রমের খুব একটা প্রচলন বা পরিচিতি না পেলেও দিনে দিনে এই কার্যক্রম প্রসারিত হচ্ছে। Bangladesh Bank, Corporate Social Responsibility Centre (CSR Centre), Corporate Social Responsibility Bangladesh (CSR Bangladesh) সহ কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা CSR কার্যক্রম কিভাবে আরো কার্যকর গতিশীল ও অর্থবহ করা যায় সে বিষয়ে গবেষনা ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে আসছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সামপ্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ব্যাংকের CSR কার্যক্রম বেশ আকর্ষণীয় ও নজর কাড়ছে। সরকারের পক্ষ থেকে CSR কার্যক্রম আরো জোরদার করার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে CSR কার্যক্রম পরিচালনা করলে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

১. প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ, ফেনী

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই CSR কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানব কল্যাণে প্রচুর ব্যয় করে থাকে। ব্যাপক না হলেও আমাদের দেশে এই কার্যক্রম দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাসত্বেও আগে এনিয়ে খুব বেশী আলোচনা পর্যালোচনা হয়নি। দিনে দিনে এর গুরুত্ব বেড়ে চলেছে পাশাপাশি কিভাবে CSR কার্যক্রমকে আরো অর্থবহ করা যায় সে বিষয়ে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চলছে বিশ্লেষণ। CSR কার্যক্রম কি? সহজ কথায় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কোন স্বার্থে নয়, মানব কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করাই CSR. অন্য কথায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশের একটি অংশ মানব কল্যাণে ব্যয় করাকে CSR হিসেবে গন্য করা যেতে পারে। এই ব্যয় স্ব-প্রণোদিত হতে পারে আবার বাধ্যবাধকতার কারণেও হতে পারে। মানব কল্যাণে মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই কাজ করে আসছে। ফলে CSR এর উদ্ভব ঠিক কখন হয়েছে তা বলা মুশকিল। এখনো গ্রামে গঞ্জে অনেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কল্যাণমূলক অনেক কাজ করতে দেখা যায়। এখনো দেখা যায় গ্রামের একজন স্বচ্ছল কৃষক বড় পুকুর খনন করে দেয় যাতে দরিদ্র প্রতিবেশীরা গোসল করতে পারে। আমরা হাজী মুহম্মদ মোহসীন (১৭৩২-১৮১২) এর নাম শুনেছি। ১৭৬৯-৭০ সালের সরকারী দলিল থেকে জানা যায় যে, এই সময়ের মহা দুর্ভিক্ষে তিনি বহু লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিলেন এবং সরকারী সাহায্য তহবিলে অর্থ প্রদান করেছিলেন। কঠোর তপস্বী মোহসীন ১৮০৬ সালে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন এবং দু'জন মুতাওয়ালি নিযুক্ত করেন। তিনি তার সম্পত্তিকে নয়টি শেয়ারে ভাগ করেন। তিনটি শেয়ার ধর্মীয় কর্মকান্ডে ব্যবহারের জন্য; বৃত্তি এবং দাতব্য কাজে ব্যয়ের নিমিত্তে চারটি শেয়ার এবং দু'টি শেয়ার রাখা হয় মুতাওয়ালিদের বেতন হিসেবে। ১৮১২ সালে তার মৃত্যুর পর মুতাওয়ালিদ্বয় তহবিল তসরুপ করায় ১৮১৮ সালে সরকার মোহসীন ফান্ডের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্জিত সম্পত্তির বর্ধিত অংশ বিভিন্ন দালান-কোঠা নির্মাণ কাজে ব্যয় করা হয়। উনিশ শতকের পঞ্চাশ এর দশকে নির্মিত এইসব দালান-কোঠার মধ্যে ছিল আবাস স্থল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, সমাধিসৌধ ও ইমারতবারার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বাজার।

রাণী রাসমনি (১৭৯৩-১৮৬১) এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী রাজচন্দ্র মর তাকে বিয়ে করেন। তেতালিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েও রাসমনি তার পরিবারের সম্পদ উলেখযোগ্য সামাজিক কর্মকান্ড ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করেন। তিনি গঙ্গা নদীতে জেলেদের মাছ ধরার অধিকার আদায়ে সক্ষম হন। এজন্য কয়েকটি স্টিমার সার্ভিস বন্ধ করতে তাকে প্রচুর অর্থও ব্যয় করতে হয়েছিল। এভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা অনেক নজির পাব যারা কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়, কেবল মানব কল্যাণে নিজের অর্জিত সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে গেছেন। দেশে প্রায় প্রতিনিয়তই দেখা যায়, খেলাধুলা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, দারিদ্র্য বিমোচন, পাঠাগার স্থাপন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের সহায়তা, বৃক্ষরোপন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি অসংখ্য কাজে ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তার হাত বাড়ায়। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এভাবে মানব কল্যাণে হাত বাড়ানোই CSR বলা যায়। তবে এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যখন স্ব-প্রণোদিত হয়ে কিংবা বাধ্যবাধকতার কারণে মানব কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকেই CSR বলা যায় যেখানে কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকেনা।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র পীড়িত দেশ। এদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। বিপুল জনগোষ্ঠীর এই দেশে দারিদ্র্যের প্রকটতা অনস্বীকার্য। ২০০৫ সালে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল

৪০.৪ শতাংশ। ২০১০ সালে তা ৩১.৫ শতাংশে নেমে এলেও বলা যায় যে, ১৬ কোটির অধিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ৫ কোটির অধিক মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের মত সমস্যা পীড়িত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দরিদ্র দেশে CSR কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর ব্যবহার আরো কার্যকর ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা খুবই গরিব তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় পর্যায় থেকে যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তা সব সময় দরিদ্রের পক্ষে থাকেনা। ক্ষমতাশালীদের দাপটে, প্রশাসনের দুর্নীতি ও দুর্বিনীতির কারণে গরিব মানুষ খুবই অপমানিত ও অসহায় বোধ করে। জাতীয় পর্যায়ে এসকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীগুলো কী করে আরো মানবিক ও দরিদ্রমুখী করা যায় সেই কৌশল আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান দারিদ্র্য জয় করার জন্য বিশ্বব্যাপি যে চেষ্টা চলছে তার একজন উৎসাহী কর্মী। তিনি তার নতুন বই "Challenging the Injustice of Poverty: Agendas for Inclusive Development in South Asia" গ্রন্থে বলেছেন, দারিদ্র্য এক ধরনের অবিচার। কেউই এমন জীবন বেছে নিতে চায়না। বরং সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শক্তির কারণেই এ ধরনের অভিশাপ নেমে আসে উলেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের জীবনে।

২. প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিদ্যমান বহুমুখী কার্যক্রমের পরিবর্তে কেবল মাত্র দারিদ্র্য বিমোচনে CSR কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর CSR কার্যক্রমকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক) বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি কতিপয় সেক্টরের CSR কার্যক্রম উত্থাপন এবং এর মূল্যায়ন তুলে ধরা ।

খ) CSR কার্যক্রমকে দারিদ্র্য বিমোচনে উৎসাহিত করার জন্য একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা।

গ. CSR কার্যক্রমকে দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে আরো গতিশীল ও অর্থবহ করে তোলার জন্য সুপারিশ মালা তৈরি করা।

৩. পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ প্রকাশিত উৎস হতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাংকিং খাতের CSR কার্যক্রমের উপর "Review of Corporate Social Responsibility (CSR) Initiatives in Banks (2008& 2009)" শিরোনামে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাটি প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, CSR Centre, CSR Bangladesh সহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, গবেষনা গ্রন্থ, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত কলাম, রিপোর্ট, ফিচার এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও CSR কার্যক্রমের উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

Table 1 : CSR Expenditures by Banks

Amount in Tk.

S/L	Name of Bank	2007	2008	2009
1.	Sonali Bank Ltd.		10,500,000.00	
2.	Rupali Bank Ltd.			
3.	Janata Bank Ltd.		5,000,000.00	
4.	Agrani Bank Ltd.	6,000,000.00		3,500,000.00
5.	BKB			
6.	BSB			
7.	RAKUB			500,000.00
8.	BSRS			
9.	BASIC Bank Ltd.	5,000,000.00	400,000.00	
10.	Eastern Bank Ltd.	9,500,000.00	1,000,000.00	6,738,669.00
11.	Bank Asia Ltd.	13,820,000.00	6,920,000.00	1,000,000.00
12.	Dutch Bangla Bank Ltd.	39,206,500.00	171,016,500.00	159,206,500.00
13.	IFIC Bank Ltd.	11,988,000.00	10,559,000.00	
14.	Mutual trust Bank Ltd.	5,000,000.00		3,500,000.00
15.	Jamuna Bank Ltd.	14,217,894.00	1,451,338.00	4,576,813.00
16.	BRAC Bank Ltd.		7,360,000.00	21,569,660.00
17.	Pubali Bank Ltd.	27,491,500.00	24,492,600.00	18,883,200.00
18.	Premier Bank Ltd.	8,400,000.00	7,507,800.00	11,570,000.00
19.	Uttara Bank Ltd.	10,000,000.00	8,900,000.00	3,080,000.00
20.	South East Bank Ltd.	22,414,000.00	14,654,375.00	
21.	NCC Bank Ltd.		11,000,000.00	4,380,000.00
22.	National Bank Ltd.		47,269,000.00	68,404,000.00
23.	Trust Bank Ltd.	9,520,000.00	1,000,000.00	46,750,000.00
24.	Bangladesh Commerce Bank Ltd.		100,000.00	2,870,000.00
25.	Mercantile Bank Ltd.	14,615,000.00	12,170,000.00	9,776,000.00
26.	Dhaka Bank Ltd.	9,400,000.00	22,400,000.00	22,926,000.00
27.	AB Bank Ltd.			
28.	The City Bank Ltd.			4,980,000.00
29.	Prime Bank Ltd.			
30.	One Bank Ltd.			8,609,500.00
31.	United Commercial Bank Ltd.			
32.	Standard Bank Ltd.		6,000,000.00	
33.	Social Islami Bank Ltd.			
34.	First Security Islami Bank Ltd.	400,000.00	1,000,000.00	
35.	EXIM Bank Ltd.		19,300,000.00	
36.	Islami Bank Bangladesh Ltd.			116,270,000.00
37.	Al-Arafah Islami Bank Ltd.		12,500,000.00	8,030,000.00
38.	Shahjalal Islami Bank Ltd.	19,501,000.00		10,237,000.00
39.	ICB Islami Bank Ltd.		125,000.00	
40.	Standard Chartered Bank Ltd.			
41.	CITI NA			
42.	HSBC		200,000.00	16,400,000.00
43.	Habib Bank Ltd.			
44.	Commercial Bank of Ceylon			
45.	Woori Bank			
46.	Bank Al-Falah Ltd.		7,000,000.00	
47.	National Bank of Pakistan			
48.	State Bank of India	10,000.00	875,000.00	525,000.00
	Total	226,483,894.0	410,700,613.00	553,782,342.0

Source: Bangladesh Bank.

৪. বাংলাদেশে CSR কার্যক্রম

বাংলাদেশে CSR কার্যক্রম পর্যাপ্ত না হলেও একেবারে কম নয়। প্রায় প্রতিনিয়তই কোন না কোন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থাকে CSR কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য কার্যক্রমের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর CSR কার্যক্রমই সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে এপ্রিল মাসে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর CSR কার্যক্রমের উপর প্রথম বারের মত "Review of Corporate Social Responsibility (CSR) Initiatives in Banks (2008& 2009)" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে উলেখ করা হয় ২০০৯ সালে দেশের ৪৮টি তালিকাভুক্ত (Schedule Bank) ব্যাংকের মধ্যে ৪৬টি ব্যাংক CSR কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিল।

Table-1 থেকে দেখা যায়, কেবল ২০০৯ সাল বিবেচনায় CSR কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশী ব্যয় করেছে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক এবং এই ব্যয়ের পরিমাণ ১৫ কোটি ৯২ লাখ ৬ হাজার ৫০০ টাকা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বছর ভিত্তিক CSR কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই কার্যক্রমে ২০০৭ সালে ২২ কোটি ৬৪ লাখ ৮৩ হাজার ৮ শত ৯৪ টাকা, ২০০৮ সালে ৪১ কোটি ৭ লাখ ৬১৩ টাকা এবং ২০০৯ সালে ৫৫ কোটি ৩৭ লাখ ৮২ হাজার ৩ শত ৪২ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর CSR কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যয় বিবেচনায় সবচেয়ে বেশী ব্যয় হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে। Table-2 থেকে দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রান (Disaster relief) হিসেবে সবচেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। বছর বিবেচনায় ২০০৭ সালে ১২ কোটি ৭৭ লাখ, ২০০৮ সালে ৫ কোটি ৮৬ লাখ এবং ২০০৯ সালে ১২ কোটি ৫১ লাখ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ

Table 2: Sectoral pattern of CSR expenditure reported by Banks

Tk. in million

Segments	2007	2008	2009
Disaster Relief	127.7	58.6	125.1
Education	14.3	30.5	94.8
Health	68.6	112.1	245.5
Sports	02.7	49.8	1.2
Arts and Culture	0.0	158.9	0.3
Others	13.1	158.9	86.9
Total	226.4	410.7	553.8

Source: Bangladesh Bank.

ব্যয় হয়েছে স্বাস্থ্য খাত উন্নয়নে। এক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সেবা, স্মাইল ব্রাইটার কর্মসূচী, পল্লী স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম, বিশেষায়িত হাসপাতালে নগদ সহায়তা, হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি উলেল্লখযোগ্য। তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যায় হয়েছে শিক্ষা ও শিক্ষা অব কাঠামোগত উন্নয়নে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাবৃত্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা, বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়াও ক্রীড়া, সংস্কৃতি, নগরীর সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, ভাস্কর্য নির্মাণ, শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ, সচেতনতামূলক প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাণ, পরিবেশ উন্নয়ন এরকম মানব কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নগদ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ছাড়াও এদেশের মিডিয়া, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, মোবাইল অপারেটর, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী, ব্যবসায়ী সংগঠন CSR কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে যা গণমাধ্যমে প্রায়ই প্রচার করা হয়। গত ১৩ মে, ২০১০ তারিখে সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের মান উন্নয়নের এক প্রকল্প বাস্তবায়নে সিটিসেল এগিয়ে এসেছে। প্রতিবেদনে উলেখ করা হয় সিটিসেল ওই বিভাগের জন্য ডিজিটাল ল্যাব গঠনে সহয়তা করবে। Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) প্রতিবন্ধী ও ছিন্নমূলদের চাকরী দেবে বলে ঘোষণা দেয়। CSR কার্যক্রমের এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় কার্যক্রম গ্রহণ করে Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry(FBCCI). দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন FBCCI "কর্মসংস্থান প্রকল্প" এবং "এক পরিবার এক ব্যবসায়ী" নামে দু'টি প্রকল্প হাতে নেয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দেশ জুড়ে এদু'টি প্রকল্প ২০১০ সালের জানুয়ারী থেকে বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এজন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে FBCCI ফাউন্ডেশন গঠন করা হয় এবং তাতে এক কোটি টাকার তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর শনিবার রাজধানীর FBCCI ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয় প্রথম ছয় মাসেই ৭ থেকে ১০ হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। FBCCI সভাপতি আনিসুল হক বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে অবদান রাখতে এ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে।

CSR কার্যক্রমে মিডিয়ার ভূমিকা দীর্ঘদিনের। মিডিয়াগুলো প্রতিনিয়তই দরিদ্রদের চিকিৎসা সহায়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান প্রচার ও প্রকাশ সহ অসংখ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত কয়েকটি রিয়েলিটি শো গোটা দেশকে নাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে এটিএন বাংলায় শাহ সিমেন্ট নির্মাণের তারকা, বাংলাভিশনে BGMEA আয়োজিত প্রিমিয়ার ব্যাংক গর্ব, বৈশাখী টেলিভিশনে বিশ্বাস বিল্ডার্স অন্য আলোয় গান, এটিএন বাংলার প্রচারিত মেধাবী বাংলার মূখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যা মিডিয়া ভূবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

৫. বাংলাদেশের CSR কার্যক্রমের মূল্যায়ন

মানব কল্যাণ তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন- মূলত এ উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে বাংলাদেশের CSR কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সে হিসেবে CSR কার্যক্রমের মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। সঙ্গত কারণেই দারিদ্র্য সহ অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত এই দেশ। এমন প্রেক্ষাপটে চলমান CSR কার্যক্রম মানব কল্যাণ তথা কাঙ্খিত উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে কতটুকু সক্ষম? মূল্যায়নে বলা যায়, এ দেশের CSR কার্যক্রম মোটেও কার্যকর গতিশীল ও সন্তোষজনক নয়। অনেক কর্মসূচী দায়সারা গোছের, লোক দেখানো ও গতানুগতিক। কর্মসূচীগুলোর অধিকাংশই শহর কেন্দ্রিক, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রায় সব কর্মসূচীই এলোমেলো ও

অগোছালো। অধিকন্তু এসব কর্মসূচীর মারপ্যাঁচে অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারের পক্ষ থেকে প্রচুর সুবিধা লুফে নেয়। CSR কর্মসূচী যতটুকু না বাস্তবায়িত হয়, প্রচারণা পায় তার চেয়ে অনেক বেশি। সর্বোপুরী বাংলাদেশের CSR কার্যক্রম অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ এবং দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় সময়োপযোগী নয়। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিবেচনায় কল্যাণমূলক যে কোন কর্মকান্ড দারিদ্র্য বান্ধব হওয়াই উচিৎ। সে বিবেচনায় CSR কার্যক্রমে প্রতি বছর শত কোটি টাকা ব্যয়িত হলেও বছরে কতগুলো দরিদ্র পরিবার সরাসরি উপকৃত হয় সে বিষয়ে কেউ নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারবে বলে মনে হয়না। গত ১৭ মে, ২০১০ তারিখে একটি পত্রিকার প্রকাশিত তথ্য মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের CSR নীতিমালায় ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিগত কয়েক বছরের CSR কার্যক্রমের অংশ গ্রহণের চিত্র দেয়া হয়েছে। এতে দেখা গেছে, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যাংকেরই কোন নজির নেই। সঙ্গত কারণেই বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে CSR কার্যক্রম পরিচালনায় একটি সুন্দর, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন আজ সময়ের দাবী।

৬. CSR নীতিমালার রূপরেখা

CSR কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমের ভবন নির্মাণ, শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে নগরের সৌন্দর্য্য বর্ধক ভাস্কর্য নির্মাণ, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সব ক্ষেত্রেই আর্থিক সহায়তাকে CSR হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমান বাস্তবতায় CSR কার্যক্রম দরিদ্রমুখী হওয়াই উচিৎ যা দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। এলক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের পরিবর্তে একমূখী কার্যক্রম হাতে নেয়াই শ্রেয়তর। আর তা বাস্তবায়নে CSR কার্যক্রমে ব্যয়িত অর্থের ন্যূনতম ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করতে হবে যাতে তা সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়।

একটি পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মতে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে CSR কার্যক্রমে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তাতে দেখা যায় সমাজের অসহায় লোকদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা, পরিবেশ সুরক্ষা, সুবিধা বঞ্চিতের শিক্ষা, পুষ্টি, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করা অর্থ প্রকৃত CSR হিসেবে গণ্য হবে। দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে বহুমূখী কার্যক্রমের পরিবর্তে একমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করা অধিকতর যৌক্তিক এবং এলক্ষ্যে সমাজের অসহায় মানুষকে বিবেচনায় আনতে হবে। আর এসব অসহায় মানুষকে বাস্তব সম্মত সহায়তা করে দারিদ্র্যের বলয় থেকে বের করে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে জরুরী। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দরিদ্র মানুষদের দারিদ্র্য বিমোচনে সক্ষম করে তোলা যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের দারিদ্র্য দূর করে স্বনির্ভর হতে পারে। আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হলে একটি পরিবার এমনিতেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সহ দীর্য় মেয়াদে সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে। এতে করে CSR কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচীতে ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা আর থাকবেনা। স্বাবলম্বী হওয়া কোন সাময়িক ব্যাপার নয়, এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কার্যকর বাস্তবায়ন।

এলক্ষ্য অর্জনে দরিদ্র মানুষকে নগদ আর্থিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এজন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। বর্তমান বাস্তবতায় CSR কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। চলমান CSR

কার্যক্রমে ব্যয়িত প্রায় সমুদয় অর্থই দরিদ্র মানুষকে নগদ সহায়তা হিসেবে প্রদান করতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে। আর স্বপ্রণোদিত হয়ে জন কল্যাণমূলক কাজ করতে যে কোন ক্ষেত্রে অর্থায়নের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো নগদ সহায়তার পরিমাণ কত হবে? তা অবশ্যই বাস্তব পরিস্থিতি ও সময়োপযোগিতা বিবেচনা করে এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে একটি পরিবার একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে দারিদ্র্যের বলয় থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে আসতে পারে। এলক্ষ্যে একটি পরিবারকে প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করার বিধান চালু করতে হবে। একটি দরিদ্র পরিবার যদি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা পায় তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় মোটামুটি ভালই চলবে। এক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে মাসে চার হাজার টাকা প্রদান করা যেতে পারে এবং এক হাজার টাকা তার নামে মাসিক সঞ্চয় হিসাব খুলে তাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় যে কোন দরিদ্র পরিবার যদি এক নাগারে দশ বছর কোন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা পায় তাহলে ঐ পরিবার স্বচ্ছন্দে দারিদ্র্যের বলয় থেকে বেরিয়ে আসবে একথা জোর দিয়েই বলা যায়। প্রশ্ন আসতে পারে চলমান CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে যখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দরিদ্র মানুষই লাভবান হয় তাহলে এই নতুন নিয়মের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন অবশ্যই আছে। যেহেতু CSR কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ, দরিদ্র পরিবারকে নগদ সহায়তার মাধ্যমে মানব কল্যাণ অনেক গুণ বেশী অর্জন সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ Dutch-Bangla Bank Ltd. DBBL এর CSR কার্যক্রম উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে DBBL as a responsible corporate body has been playing a pioneering role in implementing social and philanthropic programs to help disadvantaged people of the country. ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ২০০৯ সালেই কেবল ১৫ কোটি টাকা CSR কার্যক্রমে ব্যয় করেছে। এইচএসসি/স্নাতক/ এমফিল/ ডক্টরেট/ পোস্ট ডক্টরেট পর্যায়ে এই ব্যাংক প্রতি বছর ৪ কোটি টাকা দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের পেছনে ব্যয় করে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের জন্য ডাচ্ বাংলা ব্যাংক যে ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে তা এক অনন্য নজির। ব্যাংকটির "সামাজিক কল্যাণ" কর্মসূচীর আওতায় এখন থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে পঞ্চম বছর থেকে প্রতি বছর ব্যয় দাঁড়াবে ১০২ কোটি টাকা যার মাধ্যমে বাৎসরিক ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই শিক্ষাবৃত্তির শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রীদের জন্য এবং ৮০ ভাগ গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। দেশের শিক্ষা বিস্তারে এ উদ্যোগ এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। এইচএসসি, স্নাতক বা এমফিল যে পর্যায়েই বিবেচনা করি না কেন একজন দরিদ্র মেধাবী ছাত্র যদি নগদ সহায়তা পায় তাহলে তার শিক্ষা অর্জনের পথ সহজ ও সুগম হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এসএসসি পাশ করেছে এমন মেধাবিদের নগদ সহায়তা না পেলে তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে একথা বলার সুযোগ নেই। তাছাড়া দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের পড়াশুনার দায়িত্ব গ্রহণে সরকারই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। বরং মেধা বৃত্তির টাকা দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে দিলে সে পরিবারের দারিদ্র্যের বলয় থেকে বেরিয়ে আসার পথ সুগম হবে এবং তুলনামূলক বিচারে মানব কল্যাণ আরো বেশী অর্জিত হবে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে আকিজ গ্রুপের বাস অনুদানের প্রসঙ্গ উলেখ করা যাক। এই অনুদান একটি মহৎ কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই একটি বাসের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। বরং এই বাস কেনার টাকা দশটি দরিদ্র পরিবারকে প্রদান করলে ঐ পরিবারগুলি সরাসরি উপকৃত হত। নয় কি?

২০০৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে "Dutch-Bangla Bank Research Centre for Advanced Research in Arts and Social Sciences" শিরোনামে ১১ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে ১০ কোটি টাকা প্রদানের ঘোষণা দেয় ডাচ্ বাংলা ব্যাংক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেসরকারী খাত হতে এটাই ছিল সর্বোচ্চ অনুদান। শিক্ষা ও গবেষণা বিস্তারে এধরনের ঘোষণা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ যা সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে যদি প্রস্তাবিত রূপরেখা অনুযায়ী দরিদ্র পরিবারকে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয় তাহলে এই টাকায় বছরে প্রায় ১ হাজার ৭০০ পরিবার পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। এই ১ হাজার ৭০০ দরিদ্র পরিবারের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ভবন নির্মাণে অর্থ প্রদান একেবারেই বেমানান বলে প্রতীয়মাণ হয়।

সুতরাং বর্তমান বাস্তবতায় CSR কার্যক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে। কেবল মাত্র দারিদ্র্য বিমোচনে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এক সময়োপযোগী বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়নের বিকল্প নেই।

এলক্ষ্যে একটি পরিবারকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করলে বছরে খরচ হবে ৬০ হাজার টাকা। তার মানে এই হারে ১ কোটি টাকায় বছরে ১৬৭ টি পরিবারকে নগদ সহায়তা প্রদান সম্ভব। কেবল মাত্র ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের ২০০৯ সালের CSR কার্যক্রমের ব্যয় বিবেচনা করি। ওই ১৫ কোটি টাকায় প্রায় ২ হাজার ৫ শত পরিবারকে নির্বাচন করে নগদ সহায়তা দেওয়া যায়। এখন নির্বাচিত ওই পরিবারগুলোকে যদি এভাবে এক নাগারে দশ বছর পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া যায় তাহলে বলা যায় ওই পরিবারগুলো দারিদ্র্যের বলয় থেকে এক সময় বেরিয়ে আসবেই। এলক্ষ্যে CSR নীতিমালায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে। ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের মত ১০টি ব্যাংক প্রথম ক্যাটাগরির, দ্বিতীয় ক্যাটাগরির আরো ১০টি এবং বাকী গুলোকে তৃতীয় ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে প্রথম ক্যাটাগরির প্রতিটি গড়ে ২ থেকে আড়াই হাজার পরিবার, দ্বিতীয় ক্যাটাগরির প্রতিটি গড়ে ১ থেকে দেড় হাজার পরিবার এবং তৃতীয় ক্যাটাগরির প্রতিটি ৫০০ থেকে ১ হাজার পরিবারকে এমনভাবে ভাগ করে দিবে যাতে ৫০ হাজারটি পরিবার পৃষ্ঠপোষকতা পায় যা Table-3 এর মাধ্যমে দেখানে হলো।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইএমও) এবং কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) সেন্টার যৌথভাবে "সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড: আতিউর রহমান অত্যন্ত

Table 3 : বাণিজ্যিক ব্যাংগুলোর CSR কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা (প্রস্তাবিত)

ক্যাটাগরি	সংখ্যা	ক্যাটাগরি হিসেবে পরিবার	মোট পরিবার
প্রথম ক্যাটাগরি	১০টি	২ হাজার ২৫০টি করে	২২ হাজার ৫০০টি
দ্বিতীয় ক্যাটাগরি	১০টি	১ হাজার ২৫০টি করে	১২ হাজার ৫০০টি
তৃতীয় ক্যাটাগরি	২৮টি	৫৩৬টি করে	১৫ হাজার
মোট	৪৮ টি		৫০ হাজার

আশাব্যঞ্জক একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, গত অর্থ বছরে (২০০৯) ব্যাংকিং খাত CSR খাতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। দেশের নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে আগামী অর্থ বছরে তা ২৫৫ কোটি টাকা করা হবে। বাস্তবে ২০১০ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখাতে ব্যয় করেছে ৩৫১ কোটি টাকা যা তাঁর ধারণার চেয়েও বেশী। গত ০৭ জুলাই ২০১১ তারিখে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সাধনা হালদারের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সংসদকে এতথ্য জানান।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রতি বছর এখাতে এই পরিমাণ টাকা ব্যয় করবে ধরে নিয়ে তাদেরকে ৩০০ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের ৮৫ শতাংশের উপরে) দরিদ্র মানুষের জন্য নগদ সহায়তা হিসেবে এবং বাকী টাকা স্বপ্রনোদিত হয়ে যেকোন খাতে ব্যয় করার জন্য প্রলুব্ধ করা যেতে পারে। আর তা করা সম্ভব হলে ৫০ হাজার পরিবার সহজেই দারিদ্র্যের বলয় থেকে বেরিয়ে আসবে।

একথা জোর দিয়েই বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দ্বারা এধরনের একটি কর্মসূচী অনায়াসেই বাস্তবায়ন করা যায়। আর তা করে CSR কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে দারিদ্র্য বিমোচনে একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য সেক্টরের CSR কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো যায়।

CSR কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখতে পারে দেশে কর্মরত এনজিওগুলো। বহুবিধ লক্ষ্য নিয়ে এনজিওগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রায় সকল এনজিওর মূল লক্ষ্য থাকে দারিদ্র্য বিমোচন। আর তাই তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি CSR কার্যক্রম হিসেবে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার বাধ্যবাধতা প্রদান করা যেতে পারে। এলক্ষ্যে এনজিওগুলোকে দশটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে সুপ্রতিষ্ঠিত ২০টি এনজিওকে প্রথম ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে যাদের প্রতিটি গড়ে ৫ থেকে ১০ হাজার দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। অনুরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে দশটি ক্যাটাগরির প্রতিটি এনজিওর এমন সংখ্যক দরিদ্র পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে যাতে মোট ৪ লাখের অধিক পরিবার পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

দেশের কর্মরত মোবাইল অপারেটর গুলোও যৌথ ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দরিদ্র পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারে। মোবাইল অপারেটর গুলোর ব্যবসা বিবেচনায় প্রতিটি অপারেটর গড়ে ১০ হাজার পরিবারকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারে। এতে ৫০ হাজার দরিদ্র পরিবার দারিদ্র্যের বলয় থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবে। ২০১০ সালে গ্রামীণফোনের আয় হয়েছে ৭৪৭৩ কোটি টাকা। দেশের কোন কোম্পানি এই প্রথম ১০০ কোটি ডলারের বেশী আয় করে। সঙ্গত কারণেই দেশবাসীর সামনে এই তথ্য তুলে ধরার জন্য যথাশীঘ্র কোম্পানির পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ গ্রামীণফোন বোর্ড এ হিসাব অনুমোদন দেয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে কোম্পানির ডেপুটি প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা রায়হান শামসী বলেন, "আমার জানা মতে, বাংলাদেশের আর কোন কোম্পানি বছরে ১০০ কোটি ডলার আয় করতে পারেনি"। অবশ্য কোম্পানির ব্যয়ও হয়েছে অনেক। বিশেষ করে বিপনন ও বিজ্ঞাপন, প্রশাসনিক প্রভৃতি খাতে বিরাট অংকের খরচ হয়েছে। ফলে নীট লাভ হয়েছে ১ হাজার ৭১ কোটি টাকা। সুতরাং মোবাইল কোম্পানিগুলো বিভিন্ন খাতের খরচের সামান্য পরিমাণ সাশ্রয় করে দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট অবদান রাখতে পারে। প্রস্তাবিত রূপরেখা অনুযায়ী ১০ হাজার পরিবারকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে একেকটি কোম্পানির বার্ষিক খরচ হবে ৬০ কোটি টাকা যা মোট খরচের তুলনায় নিতান্তই কম। বিগত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে দৈনিক

সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় CSR তহবিল গঠন করতে প্রতি অপারেটরকে বাধ্যতামূলকভাবে তার আয়ের এক শতাংশ দিতে হবে। এতে সরকারের কোষাগারে বছরে জমা হবে ৬০০ কোটি টাকা। এই টাকার মাত্র ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৩০০ কোটি টাকা প্রস্তাবিত রূপরেখা অনুযায়ী ব্যয়িত হলে ৫০ হাজার পরিবার পৃষ্ঠপোষকতা পাবে।

মাল্টিন্যাশনাল বিভিন্ন কোম্পানী, মিডিয়া, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস্ শিল্প সহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে এগিয়ে আসতে পারে।

বাংলাদেশে বেশ কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো দারিদ্র্য বিমোচন সহ সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতি বছর প্রচুর গবেষণা সম্পাদন করে থাকে। Bangladesh Institute of Development Studies(BIDS), Centre for Policy Dialogue(CPD), Power and Participation Research Centre (PPRC), Policy Research Institute (PRI) ইত্যাদি উলেখযোগ্য। গবেষণা খাতে এসকল প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতিটি যদি ৫০ থেকে ১০০টি পরিবারের দায়িত্ব নেয় তাহলে বছরে অতিরিক্ত খরচ হবে মাত্র ৩০ থেকে ৬০ লাখ টাকা যা প্রতিষ্ঠান গুলোর বার্ষিক মোট খরচ বিবেচনায় কিছুই নয়। সুতরাং বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিত ভাবে অন্তত পাঁচ হাজার পরিবারকে দারিদ্র্যের বলয় থেকে বের করে আনার দায়িত্ব নিতে পারে।

এভাবে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট ক্লিনিক, ব্যবসায়ী সংগঠন সহ যথাসম্ভব সকল প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি কার্যকর CSR নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এভাবে একটি যুগোপযোগী, দরিদ্রমুখী দীর্ঘ মেয়াদী নীতিমালা প্রণয়ন করে যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ১০ বছরে অন্তত ১০ থেকে ১৫ লাখ দরিদ্র পরিবারকে দারিদ্র্যের বলয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে আনা সম্ভব। Table-4 এর মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল।

Table 4 : বাংলাদেশের Total CSR কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা (প্রস্তাবিত)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিবারের সংখ্যা
১.	বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫০ হাজার
২.	মোবাইল অপারেটর	৫০ হাজার
৩.	বীমা কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৬৬.৬৭ হাজার
৪.	গার্মেন্টস্ শিল্প	১লাখ ৫০ হাজার
৫.	বৃহদায়তন শিল্প	৬৬.৬৭ হাজার
৬.	প্রথম সারির মাঝারি শিল্প	৬৬.৬৬ হাজার
৭.	অন্যান্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	৫০ হাজার
৮.	এনজিও	৪ লাখ
৯.	অন্যান্য	১ লাখ
	মোট	১০ লাখ

তবে CSR কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে যেন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক ক্ষতির শিকার না হয় সে দিকে সর্বোচ্চ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এলক্ষ্যে কেবল লাভজনক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে।

পাঁচ বছরের কম বয়সী কোন প্রতিষ্ঠান (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) নির্বাচন করা যাবেনা। CSR কার্যক্রমের পাশাপাশি সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থও সমভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। সেই সাথে CSR কার্যক্রম পরিচালনার নামে যেন কেউ অবৈধ বা অযৌক্তিক সুবিধা নিতে না পারে সে দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে।

দরিদ্র পরিবার নির্বাচনে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পরিবার নির্বাচনে মানদন্ড কি হতে পারে? এক্ষেত্রে ছিন্নমূল মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে। একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর পুরো পরিবার নির্ভরশীল এবং শারিরীক শ্রমই আয়ের প্রধান উৎস এমন পরিবার, যাদের সামান্য বসত বাড়ী আছে কিন্তু চাষযোগ্য জমি নাই, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, গাছ-গাছালী বা অন্য কোন সম্পদ নাই এমন অসহায় পরিবার, যে সকল পরিবারে ছোট মেয়ে শিশু আছে ছেলে নেই, প্রতিবন্ধী আছে এমন পরিবার, বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা যাদের দেখাশুনা করার কেউ নাই, অনাথ, শিশু শ্রমিক ও ভিক্ষুক আছে এমন পরিবার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে। প্রাথমিক ভাবে পরিবার নির্বাচনে গ্রামের পরিবারকে প্রাধান্য দিতে হবে। দরিদ্র পরিবার নির্বাচন এই বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। যেহেতু নগদ সহায়তার ব্যাপার জড়িত সেহেতু অদরিদ্ররাই সুবিধা ভোগীর তালিকায় এসে যেতে পারে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে এবং চলমান প্রায় সকল কর্মসূচীর সুফল দরিদ্র মানুষ সেজে অদরিদ্ররাই ভোগ করে থাকে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে প্রকৃত দরিদ্ররাই যেন এসুবিধা ভোগ করতে পারে সে বিষয়ে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বল করতে হবে। অদরিদ্ররা যেন দরিদ্র সেজে এ সুবিধা নিতে না পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কোন সুবিধা পাচ্ছে, পরিবারে ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সী দুয়ের অধিক কর্মক্ষম ব্যক্তি আছে এমন পরিবার নির্বাচন করা যাবে না। একই খানার একাধিক সদস্য এবং একই খানা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা যেন না পায় সে দিকে নজর রাখতে হবে। CSR বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলোর নিজস্ব গ্রাহক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের ভাই বোন ও নিকট আত্মীয় যেন কর্মসূচীর আওতায় না আসে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এলক্ষ্য অর্জনে দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরিবার নির্বাচন যেন একটি নির্দিষ্ট সময় যা সর্বাধিক তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয় সে দিকে নজর দিতে হবে।

প্রাথমিক ভাবে একটি তালিকা প্রণয়ন করে তা যাচাই বাছাইয়ের জন্য চুড়ান্ত ভাবে একটি নির্ভুল তালিকা প্রণয়নে পুনরায় একটি প্রতিনিধি দলকে নির্বাচন করা যেতে পারে। এলক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠান যদি ৫০০টি পরিবার নির্বাচন করতে চায় তাহলে প্রাথমিক ভাবে ১০০০টি পরিবার নির্বাচন করতে পারে। পরে যাচাই বাছাই করে চুড়ান্ত তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, মিডিয়া কর্মী বা সংশিষ্ট এলাকায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। প্রচলিত অনলাইন বা মিডিয়ায় সার্কুলারের মাধ্যমে পরিবার নির্বাচন করলে তা যথাযথ হবেনা। এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি একেবারে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করে পরিবার নির্বাচনের প্রতি জোড় দিতে হবে। অবশ্য দরিদ্র পরিবার নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন কাজ। দেশে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের অভাব না থাকলেও কোন সুবিধা দেওয়া হলে অদরিদ্ররাই সে সুবিধা লুফে নেয়। এদেশে এমন অসংখ্য নজির রয়েছে। দরিদ্র পরিবার নির্বাচনে এটি এক প্রমাণিত সত্য। ফলে পরিবার নির্বাচনে যে পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হোকনা কেন প্রকৃত পরিবার নির্বাচনে গলদ থেকেই যায়। অবশ্য একটি যথাযথ দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদন করে আমরা এ সমস্যা থেকে সহজেই উত্তরণ পেতে পারি। এ শুমারিটি প্রচলিত আদম শুমারির মত হবেনা। এটি হবে প্রতি ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক দরিদ্র পরিবারের তালিকা যেখানে প্রতিটি খানার

খানাভিত্তিক প্রোফাইলের ডাটাবেইজ তৈরী করে ওয়েবসাইটে তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। সেই সাথে প্রতিটি দরিদ্র মানুষের আলাদা নম্বরের জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান করা। ডাটাবেইজটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে করে যে কোন জায়গায় বসে বাংলাদেশের যেকোন এলাকার দরিদ্র পরিবার নির্বাচন করা যায়। যেমন-একজন সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার ছামরদানি ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবার নির্বাচন করতে চায়, ওয়েবসাইট সার্চ করে যেন ওই পরিবারগুলোর পুরো প্রোফাইল তথা ওই পরিবারের প্রধানের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, সম্পদের পরিমাণ, স্কুলগামী শিশু আছে কিনা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। ফলে এই শুমারি প্রচলিত আদম শুমারির মত হবেনা। প্রচলিত আদম শুমারি সম্পাদনে তিন চার দিনে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু যাচাই বাছাইয়ে ও সম্পাদনায় অনেক সময় নিয়ে চূড়ান্ত প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সারা দেশের দরিদ্র মানুষের তালিকা তৈরী করে একটি ডাটাবেইজ তৈরী করতে ন্যূনতম ৬ মাস সময় নিতে হবে। আর তা করা সম্ভব হলে দরিদ্র পরিবার নির্বাচন সহজ হবে। দরিদ্র সেজে অদরিদ্রদের সুযোগ নেওয়ার পথ বন্ধ হবে, দরিদ্রদের সুবিধা প্রদানের পথ সহজতর হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডকে ডিজিটালাইজ্‌ড করা সহ দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হবে। অবশ্য তালিকা তৈরি করে দরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। যেমন- ওএমএসের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের মধ্যে চাল বিক্রির জন্য ফেয়ার প্রাইস কার্ড, অন্যান্য সকল সুবিধা দেয়ার জন্য স্মার্ট কার্ড প্রদান ইত্যাদি উলেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এসকল তালিকা প্রণয়নে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন উলেখ করা যায়। শহরের দরিদ্র কর্মজীবি মায়েদের আর্থিক সহায়তার জন্য সরকার প্রথম বারের মতো উদ্যোগ নিয়েছে। সেই উদ্যোগে চলতি অর্থ বছরে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে। তালিকা তৈরী হয়নি বলে মায়েরা কেউই সহায়তা পাচ্ছেনা, অথচ অর্থ বছর শেষ হতে চার মাস বাকি। চূড়ান্ত তালিকা তৈরী ও অন্যান্য কাজ শেষ করে, কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মায়েদের সহায়তা তহবিলের টাকা মায়েরা কবে পাবেন, তা সংশিষ্ট কর্মকর্তারা ঠিক করে বলতে পারছেন না। একটি নির্ভুল দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদন করে জাতীয় পর্যায়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরী করা সম্ভব হলে এধরনের সমস্যা অনেক কমে আসবে।

দরিদ্র পরিবারগুলোকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করার পূর্বে কতিপয় শর্তারূপ করা যেতে পারে। স্কুলগামী শিশু থাকলে অবশ্যই স্কুলে পাঠাতে হবে, দু'য়ের অধিক সন্তান নেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, যৌতুক দেয়া বা নেয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে, আদালতে মিথ্যে সাক্ষী দেয়া যাবেনা, যে কোন অপরাধ মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়া যাবেনা, নারী ও শিশু নির্যাতনের মত ঘৃণ্য কাজে জড়ানো যাবেনা ইত্যাদি। সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অনুকূলে এধরনের অনেক শর্ত আরোপ করা যেতে পারে এবং শর্ত ভঙ্গ করলে প্রাপ্ত সুবিধা থেকে পরিবারকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

৭. অর্থ সংস্থান

প্রস্তাবিত রূপরেখা বাস্তবায়নে CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০ লাখ পরিবারকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে বছরে ৬ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন। বেসরকারী পর্যায়ে এটাকা বিরাট অংকের মনে হলেও স্বপ্রণোদিত হয়ে সবাই যেন এটাকার সংস্থানে অত্যন্ত সহজভাবে এগিয়ে আসে সে কৌশল নির্ধারণে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এলক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বছরে ৩০০ কোটি টাকা, মোবাইল অপারেটরগুলো ৩০০ কোটি টাকা, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী এবং মাল্টিন্যাশনাল

কোম্পানীগুলো মিলে ৪০০ কোটি টাকার যোগান দিতে পারে। উক্ত খাতগুলো থেকে ১ হাজার কোটি টাকার সংস্থানের টার্গেট অযৌক্তিক হবেনা।

CSR কার্যক্রমে অর্থ সংস্থানে দেশের গার্মেন্টস্ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশে মোট ৩ হাজারের মত গার্মেন্টস্ শিল্প রয়েছে। এগুলোকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে প্রথম ক্যাটাগরির ৫০০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে প্রতিটির জন্য বছরে ৫০ লাখ হতে ১ কোটি টাকা এমনভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে ৪০০ কোটি টাকার সংস্থান হয়। এমনিভাবে দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ১ হাজার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির জন্য ২৫ লাখ হতে ৫০ লাখ টাকা নির্ধারণ করে ৩০০ কোটি টাকা, তৃতীয় ক্যাটাগরির ১ হাজার ৫০০ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির জন্য ২ লাখ হতে ২৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করে ২০০ কোটি টাকা সংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়। তা করা সম্ভব হলে গার্মেন্টস্ খাত হতে ৯০০ কোটি টাকার সংস্থান হবে।

এমনিভাবে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে ৪০০ কোটি টাকা, প্রথম সারির মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে ৪০০ কোটি টাকা, অন্যান্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে ৩০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত হতে ৬০০ কোটি টাকা সংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

তবে একথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে, CSR কার্যক্রম পরিচালনা করে কোন প্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতির স্বীকার না হয়। এলক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষীক নীট লাভ ১০ লাখ টাকার নীচে হয় সেসকল প্রতিষ্ঠানকে CSR কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত না করাই শ্রেয়তর।

এক্ষেত্রে এনজিওগুলোকে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া যাবেনা। প্রতিটি এনজিওকে CSR কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে এবং এমনকি CSR কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের শর্তে রাজী হলেই কেবল নতুন এনজিওর অনুমতি প্রদান করার নিয়ম চালু করতে হবে। দেশে বর্তমানে ৫৪ হাজার এনজিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। এগুলোকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রতিটি এনজিওর জন্য টাকার পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে ২৪০০ কোটি টাকার সংস্থান হয়।

প্রস্তাবিত রূপরেখা শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ১০ লাখ দরিদ্র ও অসহায় পরিবার ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় আসবে। প্রতিটি পরিবার মাসে ১ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে বাধ্য হবে। এতে ১০ বছরে ১০ লাখ পরিবারের ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা সঞ্চয় হবে, লভ্যাংশ সহ যার প্রকৃত পরিমাণ ২ হাজার কোটি টাকার উপরে দাঁড়াবে। প্রতি পরিবার ১০ বছরে সঞ্চয় থেকে পাবে ২ লক্ষাধিক টাকা। এতে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, আত্ন কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়বে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বাড়বে এবং দারিদ্রের কবল থেকে এ সকল পরিবার সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে আসবে।

৮. সুপারিশ মালা

CSR কর্মসূচীকে বাস্তবসম্মত, যুগোপযোগী ও দরিদ্রমুখী করার লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ মূলক প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করছি:

ক. জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়নে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি সবার সাথে আলোচনা করে একটি কার্যকর CSR নীতিমালা প্রণয়ন করবে। নগদ সহায়তা সত্যিকার

দরিদ্র মানুষ পাচ্ছে কিনা তা তদারকি করবে। দরিদ্র পরিবার নির্বাচনে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা এবং নগদ সহায়তা যেন অবশ্যই ব্যাংক এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হয় তা নিশ্চিত করবে।

খ. কমিটি সকল পর্যায়ে বিগত কয়েক বছরে CSR কার্যক্রমে কি পরিমাণ ব্যয়িত হয়েছে প্রথমে তা নিরূপণ করবে। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরে কত টাকা ব্যয় করা যায় এবং কতগুলো পরিবারকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া যায় তা নির্ধারণ করে আগামী ১০ বছরে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ পরিবারকে যাতে স্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যের বলয় থেকে বের করে আনা যায় সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

গ. দরিদ্রমুখী CSR নীতিমালা প্রণয়নে প্রচলিত Corporate Social Responsibility CSR এর পরিবর্তে Corporate Social Responsibility for Poverty Alleviation CSRPA রাখা যেতে পারে।

ঘ. CSR কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষাবৃত্তির মত বিভিন্ন কর্মকান্ডে যেগুলোতে নগদ সহায়তা অব্যাহত আছে সেসকল কর্মসূচী চালু রাখতে হবে। এগুলো চিহ্নিত করে চালু রাখার জন্য বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থায়নে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

ঙ. CSR পরিচালনাকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সুবিধাভোগিদের তালিকা সম্বলিত বিস্তারিত বিবরণ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে তা সবার জন্য উম্মুক্ত করে দিবে যাতে তা যাচাই বাছাই বা গবেষণা কাজে সহায়ক হয়।

৯. শেষ কথা

যেকোন সংগঠনের CSR এর সাফল্য তখনি অর্জিত হয় যখন তা দ্বারা সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জিত হয়। Centre for Policy Dialogue (CPD) কর্তৃক ২০০৬ সালে বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ প্রণীত হয় যা প্রকাশনা আকারে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৮টি অভীষ্ট সুনির্দিষ্ট করা হয় যেখানে অভীষ্ট ৩ এ একটি দারিদ্র্য-বিমোচিত মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়া এবং অভীষ্ট ৮ এ একটি অন্তর্ভুক্তিকর ও সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণে ১০টি পয়েন্ট উল্লেখ করে ৩নং পয়েন্টে দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তা বলয়ের কথা উলেখ করা হয়েছে। CSR কার্যক্রমের প্রস্তাবিত রূপরেখা দারিদ্র্য বিমোচন তথা সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিমধ্যে চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। মাত্র দশ বছর পর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পূর্ণাঙ্গ স্বাদ পেতে দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কোন বিকল্প নেই। CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রস্তাবিত দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে সক্ষম হলে এটা হবে দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী পর্যায়ে এক অনবদ্য নজির যা সারা বিশ্বে এক মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে CSR কার্যক্রম স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে আসবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কাজে গতিশীলতা আসবে এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন

করবে। এলক্ষ্যে সুশীল সমাজ, মিডিয়া সহ সকলের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত কাম্য।

References

1. "Corporate Responsibility in Bangladesh: Where Do We Stand?" A Dialogue organised by Centre for Policy Dialogue (CPD). CIRDAP Auditorium, Agust, 2002.
2. Miyan, M. Alim ullah: "Dynamics of Coporate Social Responsibility: Bangladesh context," IUBAT, September 2006.
3. Model, Edward Probir: "Why Corporate Social Responsibility? The Context of Bangladesh," July 2009.
4. *Review of Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives in Banks (2008 & 2009)*. Bangladesh Bank, April, 2010.
5. Sobhan, Rehman: *Challenging The Injustice of Poverty: Agendas for Inclusive Development in South Asia*. Sage Publications India Pvt. Ltd. September, 2010.
6. Uddin, Mohammed Jamal; "Corporate Social Responsibility in Bangladesh; The case Study of Insurance Companies." www.wbiconpro.com
7. Wise, Victoria and Muhammad Mahbub Ali," Corporate Management and Corporate Social Responsibility: A Conceptual Framework," BANGLADESH ARTHONITHI SAMITY SAMOYIKI-2010.
8. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১, অর্থ মন্ত্রনালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
9. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি : বাংলাপিডয়া খন্ড ৮,২০০৪।
10. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি : বাংলাপিডয়া খন্ড ৯,২০০৪।
11. রহমান, আতিউর এবং আরিফুর : "দারিদ্র্য বিমোচনঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঊনবিংশখন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান, ফেব্রুয়ারী, ২০০২।
12. সমকাল, প্রথম আলো, The Daily Star, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।
13. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) : *বাংলাদেশ রূপকল্প ২০১১*, আগস্ট ২০০৭।